**ইনস্টিটিউট অব মাইনিং মিনারেলজি ও মেটালার্জি, জয়পুরহাট,**

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

জয়পুরহাট, রবিবার, ০৯ মাঘ ১৪১৮, ২২ জানুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

ভূতাত্ত্বিক ও খনিজ বিজ্ঞানীবৃন্দ,

প্রিয় জয়পুরহাটবাসী।

আসসালামু আলাইকুম।

দেশের একমাত্র খনি, খনিজ ও ধাতব বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব মাইনিং মিনারেলজি ও মেটালার্জি এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এ প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হল দেশের খনি ও খনিজ দ্রব্যের অনুসন্ধান, মজুদ নির্ণয়, উত্তোলন পরিকল্পনা, গুণাগুন বিশ্লেষণ, ব্যবহার নিশ্চিত করা, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা সহায়তা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।

দেশের খনি ও খনিজ সম্পদকে অভ্যন্তরীণ শিল্প-কারখানায় ব্যবহারের লক্ষ্যে ২০০১ সালে আমরা জয়পুরহাটে এই গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেছিলাম।

কিন্তু বিএনপি জোট সরকার গুরুত্বপূর্ণ এ ইনস্টিটিউট স্থাপনে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এবার দায়িত্ব নিয়ে আমরা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেই। প্রথম পর্যায়ের প্রকল্প শেষ করে এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। ইতোমধ্যেই এখানকার অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। চলছে গবেষণা কাজ।

ভূতাত্ত্বিক ও খনিজ বিজ্ঞানীবৃন্দ,

আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ খুব বেশি পরিমাণ নেই। যেটুকু আছে সেগুলোর যথাযথ উত্তোলন এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত গবেষণা করা প্রয়োজন।

কৃষি ও শিল্পোৎপাদন, শিক্ষা, গবেষণা, গৃহাস্থলিসহ যাবতীয় কাজে বিদ্যুৎ আজ একটি অপরিহার্য উপাদান। প্রতিনিয়ত বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা।

জয়পুরহাটসহ দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। আমরা এখনি দেশের ভূগর্ভস্থ কয়লা উত্তোলন করতে চাই না। বিশেষ করে পরিবেশ বিপন্ন করে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন-জীবিকার উপর আঘাত করে কয়লা উত্তোলন করা সমীচিন হবে না। পরিবেশ বান্ধব উপায়ে আমরা নিজেরাই এই মূল্যবান সম্পদ উত্তোলন করতে পারব।

এ কয়লাকে ভবিষ্যতের জন্য মজুত রাখতে চাই। নিজস্ব প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় নিকট ভবিষ্যতে ঝুঁকিমুক্ত পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ কয়লা উত্তোলন সম্ভব হবে- সে ব্যাপারে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

ভূ-গর্ভস্থ কয়লার যথোপযুক্ত ব্যবহার, দেশের নদনদীর অববাহিকায় প্রাপ্ত সিলিকা হতে সৌর-প্যানেলের কাঁচামাল তৈরির বিষয়ে আমাদের গবেষণা করতে হবে।

আমরা পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নদনদী ও সমুদ্র সৈকতের খনিজ বালু হতে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম সমৃদ্ধ মিনারেল পৃথক করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিজ্ঞানীদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

একুশ শতকের দিন বদলের হাতিয়ার হচ্ছে প্রযুক্তি। গবেষণার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে আমরা সাধারণ মানুষের কাছে এর সুফল পৌঁছে দিতে চাই।

তবে প্রযুক্তির জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে আমাদের চলবে না। আমাদের দরকার নিজস্ব প্রযুক্তি। পাশাপাশি প্রয়োজন অন্যদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি আমাদের মত করে সফলভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা।

আমাদের মত উদীয়মান অর্থনীতির দেশে বিকল্প জ্বালানি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

গত তিন বছরে আমরা জাতীয় গ্রিডে প্রায় তিনহাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করেছি। দেশে এখন আর বিদ্যুতের সঙ্কট নেই। আমরা বর্ধিত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৬ সাল নাগাদ ১৪ হাজার ৭৭৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত মেধাবী। সীমিত সুযোগ ও বৈপরীত্যের মাঝেও তাঁরা অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়ে যাচ্ছে। এ দেশের কৃতী বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষকগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন।

দেশে ও দেশের বাইরের বিজ্ঞান গবেষকদের প্রতি আমি দেশের জন্য একযোগে কাজ করার এবং জ্ঞান আদান প্রদানে সেতু বন্ধন তৈরির আহবান জানাই।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, জার্মানি, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের বিজ্ঞানীদের সাথে এই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীগণও যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনা করছেন। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশ ও বিশ্বের জন্য কল্যাণকর নানা উদ্ভাবনী কাজে তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল হবেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমাদের দারিদ্র্য বিমোচণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে মনে করতেন।

এজন্য স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন প্রধানের দায়িত্ব তিনি ড. কুদরাত-ই-খুদার মত বিজ্ঞানীর হাতে দিয়েছিলেন। তিনি বিদেশে অবস্থানরত আমাদের বিজ্ঞানী, গবেষকদের দেশে ফিরিয়ে আনারও উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

আমাদের কৃতী সন্তানদের দেশে রেখে গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চার জন্য আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সুধিবৃন্দ,

একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, সর্বোপরি একুশ শতকের উপযোগী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাই।

আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই। স্যার আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, স্থপতি এফ আর খান, কুদরত-ই-খুদার বিজ্ঞানীরা এদেশের মাটিতে জন্মেছিলেন। আপনারা তাঁদের উত্তরসূরী। চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই আপনারাও মানব কল্যাণে অবদান রাখতে পারবেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সর্বস্তরে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার  মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করতে চাই।

সে লক্ষ্যে আমরা ‘ভিশন ২০২১' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। ইতোমধ্যে খাদ্য উৎপাদনে অনেকটা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। বিশ্ব মন্দা সত্বেও আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যথেষ্ঠ ভাল। আমদানি এবং রেমিটেন্স আয় ভাল।

তিন বছরে আমরা সরকারি খাতেই প্রায় ৪ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।

আমরা যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছি, সেগুলো বাস্তবায়িত হলে অবশ্যই মানুষের জীবনমানের ব্যাপক পরিবর্তন হবে, ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ইনস্টিটিউট অব মাইনিং মিনারেলজি ও মেটালার্জি এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...